بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৩শে অক্টোবর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এটি খোদা তা'লার অপার অনুগ্রহ ও কৃপা, প্রতিটি সফরে তিনি স্বীয় সমর্থন এবং শক্তির নিদর্শন প্রকাশ করেন। অনেক সময় চিন্তা হয়, কোন কোন জামাত কোন অনুষ্ঠান আয়োজনের অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও এমন অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ নিয়ে থাকে যা পূরোপূরী জামাতের নিয়ন্ত্রণে থাকে না বরং বাইরের লোকদের সমন্বয়ে তা হয়ে থাকে। আর বাইরের লোকদের সমন্বয়ে যেসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হাতে নেয়া হয় তার জন্য তাদের বিভিন্ন মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে প্রচারণাও চালাতে হয়। এ কারণে এই চিন্তাও থাকে যে, জামাত বিরোধী কিছু দুস্কৃতিকারী অনুষ্ঠানে কোথাও আবার অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির অবতারণা না করে। এছাড়া (এই চিন্তাও থাকে) কোনভাবে যদি অনুষ্ঠান নিম্নমানের হয় তাহলে তা আবার কোথাও শত্রুর হাসি ঠাট্টার কারণ না হয়ে যায়। যাহোক এমন অনেক দুঃশ্চিন্তা মাথায় দানা বাধে কিন্তু আমরা খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শক্তি রাখি না কারণ তিনি অতি আশ্চর্য জনকভাবে স্বীয় সাহায্য ও সমর্থনের নিদর্শন প্রকাশ করেন, এমন নিদর্শন যা দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায় আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি প্রদত্ত খোদার প্রতিশ্রুতি প্রত্যেকবার এক নতুন মহিমায় প্রকাশ পায় বা নতুন মহিমায় পূর্ণ হতে দেখা যায় বরং অনেক সময় অ-আহমদীদের মতামত এবং অভিব্যক্তি এমনভাবে প্রকাশ পায় বা তারা এসব অনুষ্ঠানের জন্য এতটা সাধুবাদ জানায় যে, আমরা ভাবতে বাধ্য হই বা আমাদের ব্যবস্থাপকদেরই বিশ্বাস হয় না যে, আমরা কি সত্যিই এমন অনুষ্ঠান করেছি বা এমন মানের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হাতে নিয়েছিলাম যে কারণে বাইরের লোকেরা পর্যন্ত এভাবে প্রশংসা করছে! আর এই প্রশংসা নিছক বাহ্যিকভাবে নয় বরং মনে হয় যেন বহিরাগত অতিথিদের এই আবেগ এবং অনুভূতি তাদের হৃদয় থেকে উদ্ভূত হচ্ছে। তাদের চোখ এবং তাদের চেহারা প্রকাশ করে, তারা যা কিছু বলছে তা তাদের হৃদয়েরই প্রতিধ্বনি। আর এ সবকিছু দেখে মানুষের হৃদয় খোদা তা'লার প্রশংসার প্রেরণায় ভরে যায়, খোদা তা'লা দুর্বলতা ঢেকে রেখেছেন আর অনুষ্ঠান সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে।

সম্প্রতি আমি হল্যান্ড এবং জার্মানীর সফরে ছিলাম। জার্মানীতে আমাদের বেশ বড় জামাত রয়েছে আর খোদার অপার অনুগ্রহে খুবই সুশৃঙ্খল-সুসংগঠিত আর সব শ্রেণীর মানুষের সাথে জামাতের সদস্যদের সুসম্পর্ক আছে। প্রচার মাধ্যমও তাদেরকে ভালো কভারেজ দেয় এবং তারা তাদেরকে ভালোভাবে চেনে-জানে। কোন কোন পত্রিকা বা অন্যান্য প্রচার মাধ্যম জামাতের উন্নতি দেখে জামাত সম্পর্কে নেতিবাচক সংবাদও প্রচার করে থাকে বা সচরাচর

কিছু রাজনীতিবিদ যারা এশিয়ান বংশোদ্ভূত, তারা তাদের সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে বিভিন্ন সময় সেখানে জামাতের বিরুদ্ধে পরিকল্পনাও হাতে নিয়ে থাকে। কিন্তু মোটের ওপর জার্মান রাজনীতিবিদ এবং শিক্ষিত জার্মান সমাজ আর জার্মান নাগরিক যারা কোন না কোনভাবে জামাতের সাথে পরিচিত বা জামাতকে জানে তারা জামাত সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে আর এ কারণে ইসলামের সত্যিকার চিত্রও তাদের সামনে ফুটে উঠে। অতএব এটিও ইসলাম এবং আহমদীয়াতের পরিচিতির একটি মাধ্যম যা আহমদীরা জার্মানীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে করছে, সেখানে জামাতের বাইরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। কিন্তু হল্যান্ডে জামাতও ছোট আর আজ পর্যন্ত তারা এত সক্রিয়ভাবে চেষ্টাও করেনি যারফলে প্রচার মাধ্যমের সুবাদে দেশের ব্যাপক অঞ্চলে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়তো। এছাড়া সংসদ সদস্য এবং শিক্ষিত শ্রেণী এবং কূটনীতিবিদদের সাথে তাদের এমন কোন সম্পর্কও নেই যে কারণে তারা জামাতকে জানবে আর আহমদী জামাতকে ইসলামের প্রতিনিধি বলে মনে করবে। কিন্তু নূনস্পিট অঞ্চল যেখানে আমাদের কেন্দ্র রয়েছে, সেখানকার এক সাংসদের সাথে দু'তিন বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামাত পরিচিত হয় আর তিনি আমার সাথেও হল্যান্ডের এক জলসায় মিলিত হয়েছেন, আল্লাহ্ তা'লা তার মাধ্যমে হল্যান্ডের জাতীয় সংসদে একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এই সাংসদ হল্যান্ড সংসদের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ছিলেন বা আছেন। যাহোক তার মাধ্যমে পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি সংসদের একটি বিশেষ কক্ষে এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে আর আমীর সাহেব আমাকে লিখেন, এভাবে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে, আপনি (অনুগ্রহ-পূর্বক) আসুন। অতএব সে অনুযায়ী আমি গিয়েছি। আমার ধারণা ছিল, গুটিকতক ব্যক্তিই হয়তো সেখানে আসবে। জামাত যেহেতু সেখানে খুব একটা পরিচিত নয় তাই মানুষ আসবে না। এছাড়া এমন কাজের কোন অভিজ্ঞতাও এই জামাতের নেই। যাহোক খোদার বিশেষ কৃপায় হল্যান্ড জামাতের অবস্থার নিরিখে যদি একে দেখা হয় তাহলে আমার মনে হয় এটি তাদের খুব সুন্দর একটি অনুষ্ঠান হয়েছে ।

এই অনুষ্ঠানে ৮৯জন নেত্রীস্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা যোগদান করেন। ডাচ সাংসদরা ছাড়াও স্পেন, আয়ারল্যান্ড, সুইডেন, ক্রোয়েশিয়া, মন্টিনিগ্রো, আলবেনিয়া, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী, ভারত, ফিলিপাইন, ডেনমার্ক এবং সাইপ্রাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন সাংসদ, রাষ্ট্রদূত এবং অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি যেমনটি বলেছি, জার্মানী জামাতের অধিকাংশ স্থানে উচ্চপদস্থ লোকদের সাথে সু-সম্পর্ক আছে কিন্তু আজ পর্যন্ত তারাও এই পর্যায়ের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারেনি সেখানে। সেখানে আমাদের অনুষ্ঠান সমূহে নিঃসন্দেহে বড় বড় মানুষ যোগদান করেন এবং আমাদের সেবামূলক কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন, ইসলামের প্রকৃত চিত্র দেখে তারা নিজেদের ইতিবাচক মতামতও ব্যক্ত করেন কিন্তু এমন কোন অনুষ্ঠান আজ পর্যন্ত সেখানে হয়নি আর অনুষ্ঠান না করার একটি কারণ হয়তো এটিও হবে যে, জার্মানী একটি বৃহৎ দেশ

আর তুলনামূলকভাবে হল্যান্ড ছোট। যাহোক হল্যান্ডের জামাত যে পদক্ষেপ নিয়েছে যে সুসম্পর্ক গড়েছে, পত্র পত্রিকার সাথে যে যোগাযোগ স্থাপন করেছে, প্রচার মাধ্যমের সাথে যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছে আমি আশা করি একে তারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। আজ পর্যন্ত যে কাজ তারা সম্পন্ন করেছে একেই সবকিছু ভেবে বসে থাকবে না বা এটিকেই চূড়ান্ত প্রাপ্তী মনে করবে না।

সেখানে সংসদে যে অনুষ্ঠান হয়েছে তাতে আমি প্রায় আঠারো-বিশ মিনিট পর্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে ইসলামী শিক্ষা এবং চলমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলো তুলে ধরেছি। সচরাচর যেখানেই আমি ইসলামী শিক্ষার বরাতে এবং কুরআনী শিক্ষার আলোকে কথা বলি মানুষ মনে করে এবং পরবর্তীতে তারা বলেও থাকে, তাদের প্রশ্নের উত্তর এসে গেছে এবং পর্যাপ্ত ও সন্তোষজনক উত্তর তারা পেয়েছে। কিন্তু এখানে এই অনুষ্ঠানে তিন-চারজন সাংসদ যারা বিভিন্ন পার্টির সাথে সম্পর্ক রাখে তারা বলেন, আমরা প্রশ্ন করতে চাই। আমি বললাম, ঠিক আছে আপনারা যদি আশ্বস্ত না হয়ে থাকেন তাহলে প্রশ্ন করতে পারেন। এরফলে তারা এমন কিছু প্রশ্ন করে যা সেসব কথার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর এমন মনে হচ্ছিল, তারা যেন আমাকে দিয়ে একথা বলাতে চাচ্ছে বা আমি যেন কোন ক্ষেত্রে একথা বলে বসি যে, নাঊযুবিল্লাহ্ ইসলামী শিক্ষা ভ্রান্ত বা এমন কোন কথা আমার মুখ থেকে বের হওয়ার অপেক্ষায় তারা ছিল যার ফলে তারা ইসলাম সম্পর্কে মুখ খোলার সুযোগ পেত। আর আমার এই কথাটি অন্যান্য দেশ থেকে আগত সাংসদরাও অনুভব করেছেন এবং পরবর্তীতে তারা বিভিন্নভাবে একথা স্বীকারও করেছেন, এদের দু'একজনের এই আচরণ সুস্থ্য আচরণ নয় বরং কিছু ডাচ যারা এই অনুষ্ঠান দেখছিলেন বা যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারাও এমন আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং অনুশোচনা করেছেন। যাহোক এতে আমাদের কিছু যায় আসে না। মানুষের ধারণা ছিল, এরা হয়তো আমাকে ক্ষেপাতে চেয়েছে। কিন্তু এটিও খোদা তা'লার অপার অনুগ্রহ, এমন সহ্য শক্তি বা ধৈর্য আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অনেক দিয়ে রেখেছেন। তাদের একজন নিজেও এটি উপলব্ধি করেছেন। তিনি পরবর্তীতে যখন আমার সাথে ছবি তুলতে আসেন তখন বলেন, যদি আমার প্রশ্ন অসৌজন্যমূলক হয়ে থাকে তাহলে প্রশ্নের জন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি। যাহোক এই অনুষ্ঠানের বিবরণ অতি দীর্ঘ। এমটিএ'তে আপনারা শুনেও থাকবেন, দেখেও থাকবেন বা রিপোর্ট ও প্রতিবেদনে পড়ে নিন। এখন এখানে এর সবকিছু তুলে ধরা সম্ভব নয় কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী অতিথিবৃন্দ এবং অনুষ্ঠানের অ-আহমদী শ্রোতাদের ওপর ইসলামী শিক্ষার অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। অনেক সময় পরবর্তীতে মাথায় এমন ধারণা আসে, অমুক প্রশ্নের উত্তর এভাবে দিলে যুক্তিযুক্ত হতো কিন্তু খোদা তা'লা এমনভাবে স্বীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন যে, যে উত্তরই দেয়া হয়েছে অমুসলমানদের ওপর এর খুবই ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে আর তারা স্বীকারও করেছে, এমন প্রশ্নের যে উত্তর দেয়া হয়েছে তা সর্বোত্তম উত্তর ছিল। যাহোক এটি খোদা তা'লার কাজ। তিনি হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করে এক প্রতাপ সৃষ্টি করেন, মানুষকে প্রতাপান্বিত করেন। মানবীয় চেষ্টা কিছুই করতে সক্ষম নয়।

এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়া নিজেই খোদার অনুগ্রহ ও কৃপার অনেক বড় একটি নিদর্শন। নতুবা হল্যান্ড জামাত যদি বলে, কারো চেষ্টা বা প্রচেষ্টার গুণে এটি হয়েছে বা জামাতের চেষ্টায় এটি হয়েছে বা কোন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় তা হয়েছে তাহলে সে ভুল বলবে। বরং আমার মতে তাদের অধিকাংশ একথাই বলবে, আমরা বুঝে উঠতে পারছিনা যে কীভাবে এটি সম্ভব হলো। এই অনুষ্ঠানের মানের ব্যাপারে যে-ই সাংসদ এর ব্যবস্থা করিয়েছেন তিনি পরবর্তীতে আমাদের এক আহমদীকে বলেন, প্রচার মাধ্যমে এর অনেক বেশি প্রচারণা হওয়া উচিত ছিল, অথচ আমাদের মতে অনেক হয়েছে। কিন্তু তার মতে এটি আরো বেশি হওয়া উচিত ছিল আর পূর্বেই এর শিরোনাম ছাপা উচিত ছিল যেন দেশের মানুষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। যাহোক তিনি বলেন, আমি আশ্বস্ত হতে পারিনি, যতটা প্রচারণা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়নি।

ইনিই তার মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, সংসদের অনেক সদস্য আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, তুমি এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে সফল হলে কি করে? অতএব শুধু স্বজনরাই নয় বরং অন্যদের দৃষ্টিতেও ছোট একটি জামাতের এভাবে সংসদ ভবনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা অনেক কঠিন ব্যাপার ছিল। এই সংসদ সদস্য বলেন, এই অনুষ্ঠান উপস্থিতির দৃষ্টিকোণ থেকে এবং যে বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমার কাছে আশাতীতভাবে সফল হয়েছে। আমার মতে এখন এর সুদূর প্রসারী ফলাফল প্রকাশ পাবে কেননা জামাতে আহমদীয়ার ইমাম তাঁর বার্তা কার্যকরিভাবে তুলে ধরেছেন। হল্যান্ডের মানুষের ইসলামের শান্তিপ্রিয় চেহারা দেখার অধিকার রয়েছে। তাদের জন্য এই বাণীর বা এই বার্তার প্রয়োজন রয়েছে। খলীফাতুল মসীহ্‌র সাথে পার্লামেন্টে এই অনুষ্ঠান প্রথম পদক্ষেপ ছিল, আমরা এমন আরো অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করব বরং তিনি সেখানে অনুষ্ঠানের শেষের দিকে এই ভাবাবেগও প্রকাশ করেছেন। আরো অনেক সম্মানিত অতিথি এই অনুষ্ঠানের জন্য সাধুবাদ জানাতে বা প্রশংসা করতে গিয়ে ইসলামের সত্যিকার চিত্র তুলে ধরার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান।

হল্যান্ডের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রীও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের পর বেশ কিছুক্ষণ তিনি বসে ছিলেন এবং আমার সাথে কথা বলতে থাকেন। তিনি তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, আপনার বাণীর আলোকে ইসলামের প্রকৃত চেহারা দেখার সুযোগ হয়েছে। তিনি আমাকে বলেন, এখন আমার বাসনা হলো, আপনি বারবার হল্যান্ডে আসুন যেন মানুষের হৃদয় থেকে ইসলাম-ভীতি দূর হয়ে যায়। তিনি বলেন, সংসদীয় কমিটির প্রশ্নের উত্তরে আপনার প্রদত্ত উত্তর যে কোন বিবেকবান মানুষের চোখ খোলার জন্য যথেষ্ট ছিল।

স্পেনের রাষ্ট্রদূতও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। তিনি বলেন, বিশেষ করে জামাতে আহমদীয়ার ইমাম বাক-স্বাধীনতা, সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা, অন্য ধর্মের জন্য সম্মান সংক্রান্ত স্পর্শকাতর প্রশ্নের যেভাবে উত্তর দিয়েছেন তা যথোচিত বা ভারসামপূর্ণ উত্তর ছিল। আর অনুষ্ঠান চলাকালে সহনশীলতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষার আলোকে যেসব কথা বর্ণনা করেছেন তা হৃদয় ছুঁয়ে যায়। আর আমি এগুলোর প্রতি পূর্ণ

সমর্থন জানাই। কেননা আন্তঃধর্মীয় সমঝোতা এবং পৃথিবীর শান্তির জন্য এমন মূল্যবোধের প্রতি খেয়াল রাখা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

স্পেনের পার্লামেন্ট সদস্য বলেন, মানবতার জন্য শান্তি, স্বাধীনতা এবং আল্লাহ্ তা'লা যিনি সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা, তাঁর প্রতি ভালোবাসার আকর্ষণীয় বার্তা শুনে আমি প্রীত হয়েছি। বিশেষ করে এমন এক বিশ্বের জন্য যেখানে যুদ্ধ এবং ধর্মের নামে কৃত অত্যাচার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে; এমন সময় এরূপ শান্তিপূর্ণ বাণীর জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আজ সেসব মানুষ যারা শান্তি চায় এবং ধর্ম মেনে চলে তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। আমাদের মাঝে যেসব বিষয়ে বিরোধ রয়েছে সেগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে সেসব কথার প্রতি আমাদের মনোযোগ দেয়া উচিত যা আমাদের মাঝে সমমূল্যবোধের।

মন্টিনিগ্রো থেকেও তিনজন এসেছিলেন যাদের একজন জাতীয় সংসদের সদস্য। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠান জামাতের জন্য অনেক বড় সফলতা, কেননা তাদের ইমাম ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা খুবই চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। হল্যান্ডের সাংসদদের প্রশ্ন খুবই আক্রমণাত্মক ছিল। কিন্তু তিনি খুবই যুক্তিযুক্ত এবং সত্য-সমৃদ্ধ উত্তর দিয়েছেন। আর এথেকে বুঝা যায়, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম সাহসিকতা এবং যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, আজকের এই বিপদ সংকুল বিশ্বে এমন অনুষ্ঠানের যারপরনাই প্রয়োজন রয়েছে।

হিউম্যান রাইট্স ডিফেন্সের দু'জন সদস্যও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারাও বলেন, সংসদে যে বার্তা দেয়া হয়েছে তা সমস্ত নীতি-নির্ধারকদের কাছে পৌঁছানো উচিত।

ক্রোয়েশিয়া থেকে তাদের ক্ষমতাসীন পার্টির এক সংসদ সদস্য এসেছিলেন। তিনি বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম ইসলামী শিক্ষাকে খুবই স্পষ্ট এবং কার্যকরী রূপে তুলে ধরেছেন। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই ইসলামী শিক্ষা খুবই কার্যকরী। যদি সব মুসলমান এসব শিক্ষা আন্তরিকভাবে মেনে চলে তাহলে পৃথিবী শান্তির নীড়ে পরিণত হতে পারে। তিনি আরো বলেন, বাক-স্বাধীনতা সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা যে দ্ব্যর্থহীন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন তা খুবই কার্যকরী ছিল, বিশেষ করে হলোকোস্ট সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এর বরাত টানা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ভীতকে আরো সুদৃঢ় করে। তিনি আরো বলেন, যদিও পাকিস্তানে আহমদীদের ওপর যুলুম ও অত্যাচার হয়েছে তাসত্ত্বেও জামাতে আহমদীয়ার নেতা পাকিস্তানের সরাসরি সমালোচনা থেকে বিরত থাকেন এবং সুন্দরভাবে মুসলমানদের প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার ওপর আমল করার নসীহত করেন যা খুবই হৃদয়গ্রাহী ছিল। তিনি আরো বলেন, অস্ত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং আইএসের জন্য তহবিল সরবরাহ বন্ধ করা সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি তিনি তুলে ধরেছেন তা সত্যিই বাস্তবধর্মী ছিল। পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলো যদি একথার ওপর আন্তরিকভাবে ও বিশ্বস্ততার সাথে আমল করে তাহলে পৃথিবী শান্তির দিকে ফিরে আসতে পারে।

সুইডেন থেকে আগত সাংসদ বলেন, বক্তৃতা খুবই উন্নত মানের, কার্যকরী ও প্রভাব-বিস্তারি ছিল। ধর্মীয় নেতা হিসেবে তিনি পৃথিবীর ক্ষমতাশালী লোকদেরকে জাগ্রত করেছেন।

তার বক্তৃতায় ছিল সত্যনিষ্ঠতা, লুকানো-চাপানোর কোন চেষ্টা ছিল না। শান্তি, ন্যায় বিচার, সহনশীলতা, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে জামাতে আহমদীয়ার ইমাম খুব সহজ ও বোধগম্য ভাষায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বিশ্ববাসীকে একটি বার্তা দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির সদস্যদের পক্ষ থেকে বাক-স্বাধীনতা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর ছিল যুক্তি-সমৃদ্ধ আর অন্তঃদৃষ্টিপূর্ণ। ইহুদীদের বরাত টানার পরও তারা জামাতে আহমদীয়ার ইমামের ইশারা বুঝতে পারেনি অথচ আমাদের সুইডেনে নাযীদের ব্যাজ পরাও আইনগতভাবে নিষিদ্ধ এবং পরলে শাস্তি দেয়া হয় ও জরিমানা করা হয়।

আলবেনীয়া থেকে রাজধানী তারানার মেয়রের প্রধান উপদেষ্টা এসেছিলেন। তিনি ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত কমিটির সভাপতিও ছিলেন। তিনি বলেন, আমি ভাবতেও পারতাম না জামাতে আহমদীয়া এত অসাধারণভাবে ইসলামের তবলীগ করছে। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম খুবই উন্নত ও আকর্ষণীয়ভাবে ইসলামী শিক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর যিনি বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের বিশেষজ্ঞ, তিনি তার ভাবাবেগ এবং অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম শান্তির প্রেক্ষাপটে যেভাবে ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরেছেন এটি থেকে আমি বুঝতে পেরেছি, আমাদের আন্তঃধর্মীয় সংলাপের অনুষ্ঠানে আহমদীয়া জামাতের প্রতিনিধিত্ব অলঙ্ঘনীয় বা আবশ্যকীয়। এখন আমাদের অনুষ্ঠানে জামাতের অবশ্যই অংশ নেয়া উচিত যেন ইসলামের প্রকৃত এবং সত্যিকার চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠে। এছাড়াও হল্যান্ডে চার পাঁচ দিন পর্যন্ত যেসব অনুষ্ঠান হয়েছে তাতে প্রত্যেক দিনই কোন না কোন পত্রিকা ও রেডিও এবং টেলিভিশনের প্রতিনিধিরা এসে ইন্টারভিউ নেয়। তাদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আধা ঘন্টা থেকে আরম্ভ করে ত্রিশ-পয়ত্রিশ বরং চল্লিশ মিনিট দীর্ঘ এক একটি সাক্ষাৎকার হয়েছে যাতে তাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পদমর্যাদা, দাবি, ইসলামী শিক্ষা, পৃথিবীর শান্তি, খিলাফত ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে আপনারা পড়বেন বা দেখতে পাবেন। এর মাধ্যমে জামাত সেখানে ব্যাপক পরিসরে পরিচিতি লাভ করেছে। আর প্রফেসর সাহেবও যেভাবে বলেছেন, শিক্ষিত শ্রেণীর মাঝে এখন সে দেশেও তাদের স্বীকার করতে হচ্ছে যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা যদি জানতে হয় তাহলে আহমদীদেরকে অবশ্যই এতে ডাকতে হবে বা এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেমনটি আমি সাক্ষাৎকার সম্পর্কে বলেছি, প্রথম ইন্টারভিউ ৫ই অক্টোবর নূনস্পিটের রেডিও চ্যানেল আরটিভির সাংবাদিক নিয়েছেন যা বায়তুন নূর মসজিদ থেকেই সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে আর এর লাইভ স্ট্রীম সারা পৃথিবীতে মানুষ শুনেছে। এরপর ৫ই অক্টোবর তারিখেই হল্যান্ডের একটি আঞ্চলিক টেলিভিশন চ্যানেল গিলডারল্যান্ড-এর সাংবাদিকও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে। আর এই টিভি স্টেশনের মাধ্যমে সেই এলাকায় প্রায় বিশ লক্ষাধিক মানুষের কাছে পয়গাম বা বার্তা পৌঁছেছে বরং সেই সাংবাদিক নিজেই বলেন, এখানে আমাদের গুরুত্ব তাই যা

আপনাদের দেশে বিবিসি'র গুরুত্ব অর্থাৎ আপনাদের দেশে বিবিসি'র যতটা গুরুত্ব রয়েছে এখানে আমাদের ততটাই গুরুত্ব।

এরপর ৬ই অক্টোবর হল্যান্ড-এর জাতীয় পত্রিকার সাংবাদিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। এই পত্রিকার সারকুলেশন বা প্রচার সংখ্যা যদিও কম, মাত্র পঞ্চাশ হাজার কিন্তু ইন্টারনেটে তাদের পাঠক সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। ৭ই অক্টোবর আরেকটি আঞ্চলিক পত্রিকার সাংবাদিক আসে এবং ইন্টারভিউ নেয়। এই পত্রিকার সারকুলেশন বা প্রচার সংখ্যাও লক্ষের কাছাকাছি। এরপর ৯ই অক্টোবর হল্যান্ড-এর এক পত্রিকার সাংবাদিক ইন্টারভিউ নেয়। শোনা যায় যে, এটিও অনেক পড়া হয় এবং একটি ধর্মীয় পত্রিকাও বটে। এসব ইন্টারভিউ এবং মিডিয়ার মাধ্যমে যে কভারেজ হয়েছে তা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। আমি যেমনটি বলেছি, হল্যান্ড জামাত এই প্রথমবার এত ব্যাপক পরিসরে যোগাযোগ করেছে আর এদিক থেকে তাদের অনুষ্ঠান খুবই ভাল ছিল। হল্যান্ডের তিনটি জাতীয় এবং আঞ্চলিক পত্রিকা সফরের প্রেক্ষাপটে সংবাদ প্রচার করেছে এবং রিপোর্ট বা প্রতিবেদন ছেপেছে। ৯টি পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এভাবে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে প্রায় ত্রিশ লক্ষাধিক মানুষের কাছে পয়গাম পৌঁছেছে। আর টিভি-রেডিও'র কথা বলেছি, এছাড়া কেপিএন টিভি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশীয় পর্যায়ে এবং ওয়েব স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে এটি প্রচার করা হয়েছে। ন্যাশনাল বা জাতীয় রেডিও ৭ই অক্টোবর রাত নটায় সফরের প্রেক্ষাপটে পাঁচ মিনিটের অনুষ্ঠান প্রচার করেছে। এভাবে রেডিওর মাধ্যমেও প্রায় পঞ্চাশ লক্ষের কাছাকাছি মানুষ জামাতের পয়গাম বা বার্তা পেয়েছে। এরপর তাদের টিভি চ্যানেলও সফরের প্রেক্ষাপটে পাঁচ মিনিটের সংবাদ প্রচার করেছে যাতে পার্লামেন্ট এবং মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের কথা উল্লেখ করেছে। এছাড়া দেশের জাতীয় টেলিভিশনেও সংবাদ প্রচার করা হয়েছে। একইভাবে এই উভয় টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে তাদের ধারণা অনুসারে প্রায় পাঁচ মিলিয়ন বা পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত পয়গাম পৌঁছেছে। মোটের ওপর যদি দেখা হয় তাহলে প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের এই প্রথম চেষ্টায় হল্যান্ডে প্রায় আশি লক্ষ মানুষ পর্যন্ত জামাতের বার্তা বা পয়গাম পৌঁছেছে।

হল্যান্ডে জামাতের দ্বিতীয় মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর রাখারও সুযোগ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা করুন এই মসজিদের নির্মাণ কাজ যেন দ্রুত সম্পন্ন হয়। ষাট বছর পর জামাত সেখানে রীতিমত মসজিদ নির্মাণ করছে। কেন্দ্র তো আছে, দু'টি সেন্টার তারা আগেই নিয়েছিল কিন্তু রীতিমত মসজিদ ছিল না। আর সেখানে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা ছিল মসজিদ। মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের সংখ্যা ছিল ১০২জন যাদের মাঝে আলমীরে শহর যেখানে এই মসজিদ নির্মিত হচ্ছে, সেখানকার মেয়র, জজ, উকিল, ডাক্তার, প্রকৌশলী, ধর্মীয় নেত্রীবৃন্দ এবং বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া আলবেনিয়া, মন্টিনিগ্রো, ক্রোয়েশিয়া, স্পেন, সুইডেন এবং সুইজারল্যান্ড-এর অতিথি যারা এক দিন পূর্বের অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তারাও এতে অংশগ্রহণ করেছেন।

আলমীরে'র মেয়র সাহেব তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, মসজিদ সম্পর্কে আপনার কথা শুনে হৃদয়ে গভীর প্রভাব পড়েছে। আপনি যে বার্তা দিয়েছেন তা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী। আমাদের সবার সম্মিলিতভাবে এটি বাস্তবায়নের চেষ্টা করা উচিত। তিনি আরো বলেন, আমরা আশা করি মসজিদের মাধ্যমে এই শান্তির বাণী অবশ্যই প্রসার লাভ করবে।

সেখানকার স্থানীয় কাউন্সিলের একজন সদস্য বা কাউন্সিলর বলেন, সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য এটি একটি আলোকবর্তিকা। একটি রাজনৈতিক দলের নাম হলো লিবারেল পার্টি, এই দলের নেতা বলেন, মনে হয় যেন ভবিষ্যতে আপনাদের জামাতই পৃথিবীর শান্তির নিশ্চয়তা। সেখানে ন্যাশনাল মুসলিম রেডিও নামে একটি রেডিও সম্প্রচারিত হয়। যেদিন মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর রাখার প্রোগ্রাম ছিল সেদিন এই ন্যাশনাল মুসলিম রেডিও আলমীরে'র মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে একটি সাড়ে চার মিনিটের অনুষ্ঠান প্রচার করে যাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে আলোচনা করা হয় আর আমার সম্পর্কেও বলা হয়েছে, ইনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খলীফা। তিনি আলমীরে'তে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর রাখার জন্য এসেছেন। এতে সেখানে মসজিদের ভিত্তি রাখার সময় যে বক্তৃতা করা হয়েছে তার কিছু অংশও শোনানো হয়েছে। এছাড়াও মিডিয়াতে এ প্রেক্ষাপটে অনেক সংবাদ প্রচার করা হয়েছে।

এরপর জার্মানীতে দু'টি মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে। সেখানেও শহরের সম্মানিত ও শিক্ষিত শ্রেণী উপস্থিত ছিল। এখানেও বেশ ভালো অনুষ্ঠান হয়েছে। যদিও জামাত সেখানে পূর্ব থেকেই পরিচিত কিন্তু এরফলে তাদের পরিচিতি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। হল্যান্ড থেকে জার্মানী যাওয়ার পথে নর্ডহর্ন-এ মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর রাখা হয়। সেখানে একটি টেলিভিশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছে এবং তারা এর সংবাদও প্রচার করেছে। একজন সাবেক মেয়রও সেখানে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানের পর তিনি বলেন, আমি আমার সাথীদের বলে দিয়েছি, এই রোববারে তোমাদের চার্চ বা গির্জায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই কেননা; আমাদের যা কিছু প্রয়োজন ছিল তা তাদের খলীফা বলে দিয়েছেন। এভাবে মানুষ মতামত ব্যক্ত করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা সত্যিকার অর্থে তাদের হৃদয় উন্মুক্ত করুন। তারা যেন সত্যিকার অর্থে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বুঝে গ্রহণ করতে পারে। এক জার্মান মহিলা বলেন, সত্যিকার অর্থে এটি খুবই ভালো একটি অনুষ্ঠান ছিল। আমি ইসলাম সম্পর্কে বেশি কিছু জানতাম না কিন্তু আজকে যেভাবে খলীফাতুল মসীহ্ বুঝিয়েছেন আমি এর প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছি।

আরেকজন জার্মান বলেন, আমি ক্যাথলিক ধর্মের অনুসারী। আজ আরো একটি সুন্দর ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে শিখেছি। খলীফার বক্তৃতা শুনে আমার মাঝে ইসলামের গবেষণার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আমাদের সামনে ইসলামের সত্যিকার চিত্র সম্পর্কে অবহিত করেছেন। আমি বুঝতে পেরেছি, ইসলামের ভিত্তি হলো ভালোবাসা, স্বাধীনতা এবং শান্তির ওপর। তিনি বলেন, যে কথাটি আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে তাহলো, ইসলাম প্রতিবেশীর অধিকারের ওপর অনেক জোর প্রদান করে। আরেকজন জার্মান মহিলা বলেন, আমি

ধর্ম অনুসরণ করি না আর কোন ধর্মের প্রতি আমার বিশ্বাসও নেই বরং আমি এটিও জানতাম না, পৃথিবীতে একজন খলীফা আছেন। কিন্তু আজকে যখন সেই খলীফাকে দেখলাম এবং তাঁর কথা শুনলাম, তিনি বলেন, আজ আমি এখান থেকে ইসলাম সম্পর্কে সর্বোত্তম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। আমি শিখেছি, মসজিদ কেবল ইবাদতের জন্য নয় বরং মানুষের সেবার জন্যও নির্মিত হয়। আমি শিখেছি, মসজিদ প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রাখারও স্থান। আমি আরো শিখেছি, মসজিদ শান্তি বিস্তারের জায়গা। ইসলাম সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্ন বা ভীতি যা কোন মানুষের মাথায় থাকতে পারে, জামাতে আহ্‌দীয়ার ইমামের বক্তৃতায় তা দূরীভূত হয়।

এরপর এক অতিথি সাংবাদিক বলেন, আমার ইচ্ছা ছিল এই অনুষ্ঠানের পর আমি জামাতের ইমামের ইন্টারভিউ নিব কিন্তু খলীফাতুল মসীহ্‌র বক্তৃতা শুনে আর কোন প্রকার ইন্টারভিউর প্রয়োজন নেই কেননা; মানুষের মাথায় ইসলাম সম্পর্কে সম্ভাব্য যত ভীতি বা প্রশ্ন দেখা দিতে পারে এর প্রত্যেকটির উত্তর খলীফাতুল মসীহ্ তাঁর বক্তৃতায় প্রদান করেছেন।

এক মহিলা বলেন, তার স্বামীও তার সাথে এসেছিল। কিন্তু তার স্ত্রী যখন তাকে বলেন, ভেতরে আস তখন তিনি বলেন, আমি ভেতরে যাব না। তাকে অর্থাৎ স্ত্রীকে মসজিদে নামিয়ে দিয়ে তিনি পার্কিং-এ চলে যান, কেননা এটি মুসলমানদের অনুষ্ঠান। তিনি বলেন, আমার মন বলছে, আজ এখানে বোমা বিস্ফোরণ হবে। তাই আমার প্রাণ আমার কাছে খুবই প্রিয়। তোমার যদি মরতে মন চায় তাহলে যাও, আমি যাচ্ছি না। তিনি অর্থাৎ সেই মহিলা বলেন, এখন আমি গিয়ে তাকে বলবো, তুমি আজ একটি সর্বোত্তম দিনের অনুষ্ঠান মিস করেছ কেননা সেখানে তো প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। দেখুন! মানুষ এমন দৃষ্টিভঙ্গীও রাখে। এক জার্মান মহিলাও এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন এবং বক্তৃতা শুনেছেন। বক্তৃতা চলাকালে প্রত্যেক কথার পর তিনি বলতে থাকেন, এটি সত্য, এটি সত্য। এরপর নিজের ভাবাবেগ ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমি প্রথমবার এই অনুষ্ঠানে এসেছি এবং আপনাদের ব্যবস্থাপনা দেখে আমি অবাক হয়েছি। আপনাদের ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি মানুষকে ভদ্র মনে হচ্ছে। মানুষের এই যে অভিব্যক্তি বা ইমপ্রেশান এগুলো আমাদের একথা স্মরণ করানোর জন্যও যে, আমাদের আচার-আচরণ সবসময় এমনই হওয়া উচিত যেন সবসময়ই আমরা ভদ্র প্রতিভাত হই, সাময়ীকভাবে নয়। এটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। তিনি বলেন, আমাকে অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে, আমরা জার্মানরা এটি হারিয়ে বসেছি অর্থাৎ যে নৈতিক শিক্ষা দেয়া হয় তা হারিয়ে বসেছি। তিনি বলেন, যে নৈতিক মূল্যবোধ আমি ঘরে বাচ্চাদের শেখাতে চাই সেসব মূল্যবোধের বিরুদ্ধে স্কুলে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে কিন্তু এখানে আমাকে মানবতার জন্য প্রকৃত সম্মান এবং শ্রদ্ধাবোধ দেখানো হয়েছে।

মানুষ মনে করে স্বাধীনতার নামে স্কুলে শিশুদের যা কিছু শেখানো হচ্ছে তা খুবই সুন্দর বা ভালো। এখানকার স্থানীয় মানুষ এসব বিষয়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ তাই আমাদের সন্তান-সন্ততিকে ঘরে বিশেষভাবে বুঝানো উচিত, এদের সব কথা সত্য নয় বরং ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি দৃষ্টি রাখা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ; তা পালনে যত্নবান হও।

একজন পুরুষ অতিথি বলেন, আমি এখানে এসে খুবই আনন্দিত। তিনি বলেন, খ্রিষ্টধর্ম তো মৃত ধর্ম, খোলস সর্বস্ব, তাতে কোন প্রাণ নেই। কিন্তু এখানে আমি জীবন্ত ধর্ম দেখতে পাচ্ছি। আমি যখন আফ্রিকার কথা বলেছি, সেখানে পানি পাওয়া যায় না। সেখানে একজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন, তিনি যখন জানতে পারেন, জামাতে আহমদীয়া আফ্রিকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য খুবই প্রশংসনীয় কাজ করছে তখন সেই ভদ্র মহিলা তার ৭/৮ বছর বয়স্ক সন্তানের কানে কানে বলেন, পানি মোটেই নষ্ট করা উচিত নয় এবং তার সাথে আরো ৩/৪টি শিশু ছিল, তাদেরকেও তিনি ইঙ্গিতে বলছিলেন, উনার কথা শোনো যেন বুঝতে পার।

অনুরূপভাবে এক দম্পতি সেখানে বসেছিল। এক আহমদীর সাথে পর্দা সম্পর্কে তাদের বিতর্ক আরম্ভ হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, মহিলারা এখানে কেন বসেনি, শুধু পুরুষদেরই কেন দেখা যাচ্ছে, মহিলাদের তাবু পৃথক কেন? তিনি যখন আমার বক্তৃতা শোনেন এবং পর্দার প্রকৃত হিকমত এবং প্রজ্ঞা কি তাও যখন তার সামনে স্পষ্ট করা হয় তখন তিনি বলেন, পাশ্চাত্যে নারীদের স্বাধীনতা কেবল বাহ্যিক স্বাধীনতা, এটি সত্যিকার বা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। তিনি বলেন, আপনি পর্দার যে দৃষ্টিভঙ্গী আমাকে বুঝিয়েছেন তা আমি বুঝতে পেরেছি আর এতেই মহিলাদের সম্মান নিহিত। অতএব অমুসলমানরাও এখন ইসলামী শিক্ষা বুঝতে পারছে। তাই আমাদের মহিলাদের মাঝেও অনেক সময় পর্দা সম্পর্কে যে হীনমন্যতা দেখা দেয় তা হওয়া উচিত নয় বরং তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। আর কোন প্রকার কৃত্রিমতা নয় বরং বাস্তবেই এমনটি হওয়া উচিত।

এক ভদ্র মহিলা তার স্বামীর সাথে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আজকের অনুষ্ঠানে সবকিছু আমার কাছে ভালো লেগেছে। আমি ইসলাম সম্পর্কে খুবই সমালোচনা মুখর ছিলাম বা ঔৎসুক্য রাখতাম। আজ আমি বুঝতে পেরেছি, ইসলাম কল্যাণেরই মূর্ত প্রতীক। তিনি আরো বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমামের এই কথাটি আমার খুব ভালো লেগেছে, আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করা উচিত কেননা; আমরা সবাই এক খোদারই সৃষ্টি। এসব কথার আমার ওপর সুগভীর প্রভাব পড়েছে। সেই ভদ্র মহিলার স্বামী বলেন, আমারও ঔৎসুক্য ছিল এটি জানার যে, আপনাদের খলীফা আজ কেমন কথা বলবেন। কিন্তু খলীফার কথা শুনে আমি শুধু একথাই বলব, আমি তাঁর প্রতিটি কথার সাথে একমত। এখন আমি জানতে পেরেছি, মসজিদ তো শান্তির নীড়। তিনি তাঁর বক্তৃতায় যা কিছু বলেছেন তা শান্তি সম্পর্কেই বলেছেন। মানুষের পরস্পরকে ভয় করার পরিবর্তে বিশ্বাস করা উচিত। আজ এসব কথা শুনে আমার মাঝে এই মসজিদ সম্পর্কে আর কোন ভীতি অবশিষ্ট নেই। আরো এক বন্ধু সেখানে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি নাস্তিক এবং ধর্মবিরোধী কিন্তু আপনাদের খলীফা আজ এটি প্রমাণ করেছেন, তিনি সর্বপ্রকার মানুষের জন্য সহনশীলতার বৈশিষ্ট্য রাখেন এবং তাঁর প্র্যাক্টিস বা আচরণ থেকে বুঝা যায়, ইসলাম সহনশীলতার ধর্ম। খলীফার বার্তা হলো, আমাদের পারস্পরিক মনোমালিন্য এবং ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করা উচিত। আমি একথা অস্বীকার করতে পারবো না যে, খলীফা যা কিছু বলেছেন বর্তমানে এসব কথার যারপরনাই প্রয়োজন রয়েছে।

একজন মহিলা বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম আজ যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলোর সমধিক প্রয়োজন রয়েছে। আজ পৃথিবী বহুধা বিভক্ত, কিন্তু আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমামের বার্তা এমন ছিল যা আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। শুধু মুসলমানদেরই নয় বরং খ্রিষ্টান, ইহুদী সবার খলীফাতুল মসীহ্‌র কথার প্রতি কর্ণপাত করা উচিত। তিনি বলেন, পুরো বক্তৃতা শুনে ইসলাম সম্পর্কে আমার নেতিবাচক ধ্যান-ধারণা পরিবর্তিত হয়ে যায় আর এখন আমার ধারণা ইতিবাচক।

এখানকার পত্র-পত্রিকায়ও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। নর্ডহর্ন-এর একটি স্থানীয় পত্রিকা মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর রাখার অনুষ্ঠানের বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ করেছে। তারা লিখেছে, প্রকৃত মুসলমান শান্তি ও সমঝোতা এবং সম্প্রীতিকে উৎসাহিত করে। প্রত্যেকের দায়িত্ব হলো, প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা। তারা আমার বক্তৃতার প্রেক্ষাপটে সংবাদ ছেপেছে আর এর সার্কুলেশন বা প্রচার সংখ্যাও অনেক। এসব পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রায় তিন লক্ষ বিশ হাজার মানুষের কাছে জামাতের বার্তা পৌঁছেছে।

এরপর নর্ডহর্নস্থ মসজিদ সাদেক যেখানে অবস্থিত সেখানকার টেলিভিশন চ্যানেল দুই মিনিটের সংবাদ প্রচার করে। এরও কয়েক মিলিয়ন দর্শক রয়েছে। এছাড়া পত্র-পত্রিকাতেও সংবাদ ছেপেছে। এসব পত্র-পত্রিকার অর্থাৎ স্থানীয় পত্রিকা সমূহের সামগ্রীক সার্কুলেশন বা প্রচার সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার। আর সবচেয়ে বড় দৈনিক পত্রিকা বিল্ড-এর দু'টো আঞ্চলিক সংস্করণেও এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ভিত্তি প্রস্তর রাখার প্রেক্ষাপটে পূর্বেও এতে দু'বার সংবাদ ছেপেছিল। এছাড়া নর্ডহর্ন এর মসজিদের সংবাদ রেডিওতেও প্রচারিত হয়েছে। মোটের ওপর এই দু'টি মসজিদের সেখানে ভিত্তিপ্রস্তর রাখাসংক্রান্ত সংবাদ যে সকল পত্র-পত্রিকায় ছেপেছে এবং মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে তার মোট সংখ্যা হলো প্রায় ৪ লক্ষ ৯০ হাজার। এছাড়া টেলিভিশন ও রেডিও-তে যারা দেখেছে এবং শুনেছে তাদের সংখ্যাও বেশ কয়েক মিলিয়ন হবে।

জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীর প্রথম ক্লাস সাত বছর পড়াশুনা করে এ বছর তাদের কোর্স সম্পন্ন করেছে। ১৬জন মুরুব্বী ও মুবাল্লিগ সেখান থেকে পাশ করে বের হয়েছেন এবং তাদের বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান ছিল। জার্মানী যাওয়ার মূল উদ্দেশ্যই ছিল এটি। ২০০৮ সনে এই জামেয়া আরম্ভ হয়েছিল জার্মানীর বাইতুস সুবুহ্ নামের ছোট্ট একটি বিল্ডিং-এর কয়েকটি কক্ষে আর এখন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তারা রীতিমত জামেয়ার বিল্ডিং নির্মাণ করেছে যাতে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। শ্রেণী কক্ষ, হল রুম, লাইব্রেরী, হোস্টেল সব কিছুই রয়েছে; বেশ ভালো ও সুন্দর বিল্ডিং। সেখানেই তাদের সমাবর্তন অনুষ্ঠান ছিল। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখানেও বেশ ভালো অনুষ্ঠান হয়েছে। যারা পাশ করেছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সঠিকভাবে ধর্মসেবার তৌফিক দান করুন এবং বিশ্বস্ততার সাথে ওয়াক্‌ফের দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

“আমাদের জামাত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’লার অনেক বড় বড় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কোন মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি বা দূরদর্শিতা বা জাগতিক উপায়-উপকরণ এসব প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত আমাদের পৌঁছাতে পারবে না বা এগুলো এর মাধ্যমে পূর্ণ হতে পারে না, আল্লাহ্ তা’লা স্বয়ং উপকরণ সৃষ্টি করবেন আর তখনই এই কাজ সাধিত হবে।”

এরপর তিনি (আ.) বলেন, **“আমি জানি, আল্লাহ্ তা’লা স্বয়ং এই জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাঁর অনুগ্রহেই এই জামাত বৃদ্ধি ও বিস্তার ঘটছে। আসল কথা হলো, যতক্ষণ আল্লাহ্ তা’লার ইচ্ছা না হয় কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না আর তাদের উন্নতি বা বিস্তার সম্ভব নয়। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা’লা কারো জন্য কোন ইচ্ছা করেন তখন তা বীজ সদৃশ্য হয়ে যায়। যেভাবে যথাযথ সময়ের পূর্বে বীজের অঙ্কুরিত হওয়া ও উন্নতি বা বেড়ে উঠার বিষয়টি কারো পক্ষে বুঝা সম্ভব নয় সেভাবেই সেই জাতির উন্নতিকেও তারা অসম্ভব মনে করে।** (অর্থাৎ যেভাবে বীজের ব্যাপারে বুঝা যায় না, তা অঙ্কুরিত হবে কি না কিন্তু যখন তা অঙ্কুরিত হয় তখনই ফুল ও ফল বহন করে অনুরূপভাবে সেই জাতির উন্নতি সম্পর্কেও মানুষ সন্দিহান থাকে যে, আদৌ হবে কি হবে না) **অতএব ঐশী তকদীর যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এটি হোক তখন সেই কাজ হওয়া আরম্ভ হয়ে যায় আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা’লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং এটি ঐশী সিদ্ধান্ত, জামাত ইনশাআল্লাহ্ তা’লা উন্নতি করবে এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে।”** আর জামাতের সাথে খোদার এই ব্যবহারই আমরা সর্বত্র দেখতে পাই। যাকিছু হচ্ছে, যার রিপোর্ট আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি এগুলো সব খোদা তা’লারই কাজ। এটি কোন ব্যক্তি সত্তার বা ব্যবস্থাপনার কয়েক ব্যক্তির কোন পরাকাষ্ঠা নয় যার কারণে বলা যেতে পারে, এই অনুষ্ঠান সফল হয়েছে। তবে হ্যাঁ, ঐশী তকদীরকে বুঝে বা আঁচ করে যে প্রচেষ্টা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব তা করা উচিত যেন আমরাও এর অংশ হতে পারি এবং আল্লাহ্ তা’লার কৃপাভাজন হতে পারি। আল্লাহ্ তা’লা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন।

জুমুআর নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযাও পড়াব যা জনাব মির্যা আযহার আহমদ সাহেবের যিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর পুত্র ছিলেন। ২০১৫ সনের ১৪ই অক্টোবর তিনি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর জীবিত পুত্রদের মাঝে তিনি শেষ স্মৃতিচিহ্ন ছিলেন যিনি ইন্তেকাল করেছেন। এর মাধ্যমে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে ছেলেদের যে দ্বিতীয় প্রজন্ম ছিল তার এখানেই অবসান ঘটছে আর এখন তৃতীয়, চতুর্থ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রয়েছে। আল্লাহ্ করুন তারা যেন ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। ১৭ই অক্টোবর ১৯৩০ সনে কাদিয়ানে হযরত উম্মে নাসেরের গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। প্রারম্ভিক শিক্ষা তিনি কাদিয়ানেই পেয়েছেন এবং সেখানেই মাধ্যমিক পাশ করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন এবং জামেয়ায় পড়ালেখা অব্যাহত রাখেন। জামেয়ার পড়াশুনা শেষ করার পর একবছর তাহরীকে জাদীদের মিশন ইনচার্জ হিসেবে কাজ করেন। এরপর ১৯৬১ সনের ২১শে অক্টোবর সদর আঞ্জুমানে

আহমদীয়ার খাযানা বিভাগে নায়েব অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একবার বলেছিলেন, আমি চাই আমার কোন পুত্র জামাতের অর্থনৈতিক বিষয়ে সাহায্য করুক। তাই বলা হয়, এ কারণেই হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হয়ত তাকে কোষাগারে নিযুক্ত করেছেন। তার সারা জীবন খাযানাতে সেবারত অবস্থায় অতিবাহিত হয়। ১৯৯২ সনে তিনি সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়া ফুরকান ব্যাটালিয়নেও তিনি সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। খিলাফতের সাথে তার সুগভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি আমার মামা ছিলেন কিন্তু আমার সাথে বড় শ্রদ্ধা-সম্মানের সম্পর্ক রেখেছেন। ২০০৩ সনে প্রথম জলসায় আমি তাকে দেখেছি, মানুষের ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার ওপর যখন তার দৃষ্টি পড়ে বা তার ওপর যখন আমার দৃষ্টি পড়ে তখন খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে হাত উচিয়ে ভালোবাসা প্রকাশ করেন। তার চেহারায় তখন খাঁটি বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠা প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি দরিদ্রদের লালন-পালনও করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি দয়া এবং স্নেহের আচরণ করুন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ১৯৫৬ সনে খান সাঈদ আহমদ খান সাহেবের কন্যা কায়সারা খানম সাহেবার সাথে তার বিয়ে পড়িয়েছিলেন। তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে। তার এক জামাতা ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী, তিনি রাবওয়াতে আছেন এবং আরেক জামাতা লন্ডনে থাকেন নাম হলো, ডাক্তার ইরফান সাহেব। একটি ঐতিহাসিক কথা রয়েছে তাই খুতবায় আমি তা খুতবার অংশ হিসেবে বর্ণনা করছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তার বিয়ের খুতবায় বলেন, আজ যে নিকাহ্ পড়ানোর জন্য আমি দাঁড়িয়েছি তা আমার ছেলে মির্যা আযহার আহমদের যা মরহুম খান সাঈদ আহমদ খান সাহেবের কন্যা কায়সারা খানমের সাথে ঠিক হয়েছে। পূর্বে কায়সারা খানমের সাথে আমাদের দু'ধরণের সম্পর্ক ছিল কিন্তু আজকের বিয়ের মাধ্যমে আরো একটি তৃতীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলো। তার সাথে একটি সম্পর্ক হলো, তিনি কর্ণেল আউসাফ আলী খান সাহেবের পৌত্রি আর কর্ণেল আউসাফ আলী খান সাহেব নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের ভগ্নিপতি এবং খালাতো ভাই ছিলেন। অর্থাৎ তিনি সেই ব্যক্তির ভগ্নিপতির পৌত্রি যার কাছে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর কন্যা বিয়ে দিয়েছেন বরং পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর যুগে তার পুত্রের সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দ্বিতীয় মেয়েরও বিয়ে হয়েছে। দ্বিতীয় সম্পর্ক যার ভিত্তি আল্লাহ্ তা'লার একটি ইলহামের ওপর তাহলো, তিনি কপুরথলা নিবাসী খান মুহাম্মদ খান সাহেবের পুত্র আব্দুল মজিদ খান সাহেবের দৌহিত্রী এবং খান মুহাম্মদ খান সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনেক প্রবীণ একজন সাহাবী ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আক্ষেপের সাথে বলতে হয় আমাদের জামাত তাদের ইতিহাস স্মরণ রাখার ক্ষেত্রে খুবই আলস্য প্রদর্শন করছে। বিরল এমন কোন জাতি হবে যারা নিজের ইতিহাস স্মরণ রাখার ক্ষেত্রে এতটা আলস্য দেখাচ্ছে যতটা আমাদের জামাত প্রদর্শন করছে। খ্রিষ্টানদের দেখ! তারা ইতিহাস স্মরণ রাখার ক্ষেত্রে এতটা আলস্য প্রদর্শন করেনি। মুসলমানরা সাহাবা (রা.)-এর জীবনাচরণ এত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এ বিষয়ে অনেক বই এমনও আছে যা বেশ কয়েক হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত।

কিন্তু আমাদের জামাত জ্ঞানের আধিক্যের যুগে জন্ম নেয়া সত্ত্বেও ইতিহাস স্মরণ রাখার ক্ষেত্রে চরম আলস্য প্রদর্শন করছে। মানুষের একথা স্মরণ রাখা উচিত এবং এদিকে মনোযোগ দেয়া উচিত। পূর্বেও এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল, নিজেদের ইতিহাস, পারিবারিক ইতিহাস স্মরণ রাখার চেষ্টা করুন। সাহাবীদের উল্লেখ হওয়া চাই, তাদের সম্পর্কে লেখা উচিত। তিনি (রা.) বলেন, আমি বলেছি, খান মুহাম্মদ খান সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রবীণ সাহাবী ছিলেন। তিনি জামাতের প্রতি এত ভালোবাসা রাখতেন যে, ১লা জানুয়ারি ১৯০৪ সনে যখন তার ইন্তেকাল হয় আর দ্বিতীয় দিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে আসেন এবং বলেন, আজ আমার প্রতি ইলহাম হয়েছে, আহলে বায়ত এর মধ্যে হতে কোন ব্যক্তির ইন্তেকাল হয়েছে। উপস্থিত লোকেরা তখন বলে, হুযূরের আহলে বায়ত তো আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ভালই আছেন, তাহলে এই ইলহাম কার সম্পর্কে? তিনি (আ.) বলেন, এই ইলহাম কপুরথলা নিবাসী খান মুহাম্মদ খান সাহেব সম্পর্কে যিনি গতকাল ইন্তেকাল করেছেন। তার সম্পর্কেই আমার প্রতি এই ইলহাম হয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'লা ইলহামে তাঁকে আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত আখ্যায়িত করেছেন। এরপর তার সম্পর্কে এই ইলহামও হয়েছে, সন্তানদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হবে। যাহোক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তার ইন্তেকালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার সহমর্মিতা প্রকাশ করা আর একথা বলা যে, আহলে বায়তের মধ্য থেকে কারো ইন্তেকাল হয়েছে, এটি থেকে বুঝা যায়, খোদার পবিত্র দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতএব কায়সারা খানমের সাথে আমাদের দ্বিতীয় সম্পর্ক হলো, তিনি সেই ব্যক্তির এক পুত্রের দৌহীত্রি যাকে আল্লাহ্ তা'লা আহলে বায়ত এর অন্তর্ভুক্ত আখ্যা দিয়েছেন। এই কথাগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে আমি ভাবলাম যে, কিছু অংশ বর্ণনা করা উচিত। কিছু অংশ আমার মনে হয় তাঁর স্ত্রীর ইন্তেকালের সময়ও আমি বর্ণনা করেছিলাম যা কয়েক বছর পূর্বে হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা এবং করুণা সূলভ ব্যবহার করুন এবং তার প্রিয়দের চরণে তাকে ঠাঁই দিন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।